Ei Somoy dated,11.01.2022

চলতি বছরে নামছে ৩০০ সিএনজি বাস

এই সময়: পেট্রল-ডিজেলের দাম বেড়ে যাওয়ায় ৩০০টি সরকারি বাসকে সিএনজি-তে (কম্প্রেসড ন্যাচারাল গ্যাস) রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। রাজ্য পরিবহণ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েক মাসের মধ্যেই এই বাসগুলি রাস্তায় নামবে। সে জন্য সম্প্রতি ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের তরফে টেন্ডার ডাকা হয়েছে। রাজ্য পরিবহণ দপ্তরের অধীনে যত ডিজেল চালিত বাস রয়েছে, সেগুলিকে ধাপে ধাপে সিএনজি-তে বদলে ফেলা হবে। বেসরকারি বাস মালিকদের কাছেও এই আর্জি জানানো হয়েছে সরকারের তরফে। পরিবহণ দপ্তরের কর্তাদের দাবি, এতে বাসের জ্বালানি খরচ কমবে। কমবে বায়ু দূষণও।

জানা গিয়েছে, যে সব সরকারি ডিজেল চালিত বাসকে সিএনজি-তে রূপান্তরিত করা হবে, তাতে পর্যাপ্ত জ্বালানি ভরা যাবে। স্বল্প এবং বেশি দূরত্বের বাসের জন্য আলাদা ধরনের গ্যাসের ট্যাঙ্ক থাকবে। লম্বা রুটের বাসের ক্ষেত্রে ৭৮০ লিটার গ্যাস ধরবে। যে বাসগুলো শহর এবং শহরতলি এলাকায় চলে, তার গ্যাস ধারণ ক্ষমতা হবে অন্তত ৫০০ লিটার। ফলে বারবার গ্যাস ভরার সমস্যা থাকবে না। বাসের গতি এবং যাত্রীবহন ক্ষমতাও অপরিবর্তিত থাকবে।

রাজ্য পরিবহণ দপ্তরের কর্তারা জানাচ্ছেন, সিএনজি বাস চালানোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হলো, বর্তমানে রাজ্যে পর্যাপ্ত সিএনজি স্টেশন নেই। ফলে বাসে জ্বালানি ভরতে সমস্যা হবে। সে কথা মাথায় রেখে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সিএনজি স্টেশন খোলার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এ জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্যাস সাপ্লাই কর্পোরেশনের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে রাজ্য পরিবহণ নিগম। চুক্তি অনুযায়ী, রুবি-কসবা, করুণাময়ী, বেলঘরিয়া, হাওড়া, ঠাকুরপুকুর, সল্টলেক, নীলগঞ্জ এবং সাঁতরাগাছি ডিপোয় সিএনজি রিফিলিং স্টেশন তৈরি করবে তারা। প্রতি ঘণ্টায় অন্তত ১৫টি বাসে গ্যাস ভরা যাবে। খরচ প্রায় সাড়ে ৩ কোটি টাকা।

পরিবহণ মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'তেলের দাম যে হারে বাড়ছে, তাতে আগামী দিনে সবাইকে সিএনজি অথবা ইলেকট্রিক বাসের কথা ভাবতে হবে। এতে প্রাথমিক খরচ হয়তো বেশি হবে। কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য এটা খুবই কার্যকর হবে। বেসরকারি বাস মালিকদের কাছেও আমরা অনুরোধ করছি। এতে তেলের খরচ যেমন বাঁচবে, তেমনি দূষণ কম হবে।'

Times of India dated, 11.01.2022

weighing machines, seating

Land acquisition roadblock hits CNG roll-out in state

Krishnendu.Bandyopadhyay
@timesgroup.com

Kolkata: Slow progress of the pipeline laying work due to land acquisition hurdles may trip the state government hope of a quick roll-out of CNG as a cleaner and cheaper alternative to diesel for the city's public transport.

The latest affidavit by Gas Authority of India Ltd (GAIL) submitted before the NGT bench revealed of the six districts through which 320-km-long pipeline is to traverse to reach Kolkata from Haldia, the company has received permission to lay less than 1/10th of the pipeline.

"Right of Usage has been obtained for only 31.5km of the 82.8km alignment through East Burdwan. The remaining districts — Hooghly (83.5 km), Howrah (58 km), East Midnapore (55.5 km), Nadia (17.6 km) and North 24 Parganas (22.5 km) — are yet to give any clearance," the affidavit stated.

The state government has sought re-routing of the pipeline because of land issues in the thickly populated North 24 Parganas district. The pipeline in this district is crucial for supplying gas to Kolkata by Bengal Gas Co Ltd (BGCL), a JV of GAIL and Greater Calcutta Gas Corporation. BGCL is currently supplying CNG in caskets but it is only a stop-gap arrangement. The pipeline is needed for uninterrupted supply. Meanwhile, WBTC has undertaken retrofitment of 300 buses with CNG kits.

Subhas Datta, who had moved the NGT, expressed dismay at the status of CNG and wondered if he would at all be able to see the city's ambient air cleaned up in his lifetime.

GREEN FUEL: THE ROAD AHEAD

Durgapur-Haldia pipeline (320 km)

District	Length	*ROU
East Burdwan	82.8 km	31.5 km
Hooghly	83.5 km	NIL
Howrah	58 km	NIL
East Midnapore	55.5 km	NIL
Nadia	17.6 km	NIL
North 24 Pgs	22.5km	NIL

*Right of Usage

The state government has sought re-routing of the pipeline because of land issues

NG/1999/01062. Tel no. Kolkata (033) 4602 5811, Response (033) 4602 6013. Fax: (033) 4602 5858. All rights reserved. Reproduction in whole or in part without written permission of the publisher is

BARTAMAN dated, 11.01.2022

মহানগরের পাতালপথে গ্যাসের পাইপলাইন

বেঙ্গল গ্যাস কর্পোরেশন লিমিটেডের

সঙ্গে বৈঠক পুরসভার, হবে সার্ভে

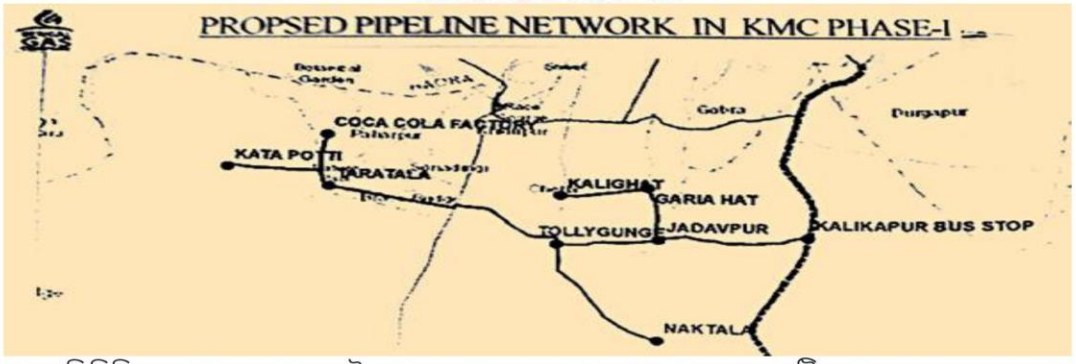

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: পাতালপথেই এবার রান্নার গ্যাস। কলকাতা পুর এলাকায় মাটির তলায় পাতা হচ্ছে গ্যাসের পাইপলাইন। প্রাথমিকভাবে ঠিক হয়েছে, আপাতত শহরে ২৪.৬৫ কিমি গ্যাস পাইপলাইন পাতা হবে। তারপর ধাপে ধাপে গোটা শহরকেই জুড়ে দেওয়া হবে ভূগর্ভস্থ গ্যাস লাইনের সংযোগে। বাড়ি বাড়ি পাইপের মাধ্যমে পৌঁছবে রান্নার গ্যাস। বসবে মিটার। সেই মিটারের রিডিং দেখেই প্রতি মাসে আসবে বিল। চোকাতে হবে গৃহস্থকে। ঠিক বিদ্যুতের মতো। সোমবার পুরভবনে বেঙ্গল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেডের প্রতিনিধিদের সঙ্গে এনিয়ে বৈঠক হয় পুরকর্তাদের। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পুর কমিশনার বিনোদ কুমার এবং বিশেষ কমিশনার তাপস চৌধুরী সহ পুরসভার পূর্ত, জল সরবরাহ এবং নিকাশি বিভাগের আধিকারিকরা। ছিলেন সিইএসসি'র প্রতিনিধিরাও। সেখানে ঠিক হয়েছে, আপাতত পূর্ব এবং দক্ষিণ কলকাতা দিয়ে পাইলট প্রোজেক্ট শুরু হবে। কালিকাপুর, যাদবপুর, গড়িয়াহাট, কালীঘাট, নাকতলা, টালিগঞ্জ, তারাতলা, কাটাপট্টি, পাহাড়পুরকে একারণে প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে এই কাজ শুরুর আগে পুরসভার সঙ্গে মউ স্বাক্ষর করবে বেঙ্গল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড। উল্লেখ্য, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা গেইল এবং রাজ্য সরকারি সংস্থা গ্রেটার কলকাতা গ্যাস সাপ্লাই কর্পোরেশন লিমিটেড যুক্ত হয়ে এই সংস্থা তৈরি করেছে।

প্রাথমিকভাবে ঠিক হয়েছে, এইসব অঞ্চলে ভূগর্ভে গ্যাসের পাইপলাইন পাতা হবে। তবে কাজ শুরুর আগে করা হবে সমীক্ষা। পুরসভার এক শীর্ষকর্তা বলেন, কলকাতায় মাটির নীচে নতুন করে কোনও পাইপলাইনের পরিকাঠামো তৈরি করা যথেষ্ট ঝুঁকির ব্যাপার। শহরে মাটির নীচে পরিষেবার বহু নেটওয়ার্ক রয়েছে। জলের পাইপ থেকে শুরু করে নিকাশি, ফাইবার কেবল, বিদ্যুতের লাইন— সবই গিয়েছে মাটির নীচে দিয়ে। এর পাশাপাশি গ্যাসের লাইন পাতা হলে বিপদের সম্ভাবনা বাড়বে বই কমবে না। ফলে দেখেশুনেই এগতে হবে। মাটির নীচে বিভিন্ন পরিষেবার লাইনের যাতে ক্ষতি না হয়, সেই দিক মাথায় রেখেই কাজ করতে হবে। পুর কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে ওই সংস্থাকে কিছু পরামর্শ দিয়েছে। বলেছে, আপাতত দু'-এক মিটার রাস্তা কেটে ভূগর্ভস্থ লাইনগুলি কীভাবে গিয়েছে, তা খতিয়ে দেখুক তারা। কম্পিউটারের মাধ্যমে তৈরি করা হোক আন্ডারগ্রাউন্ড স্কেচ। তার উপর সুপার ইম্পোজ করে গ্যাসের পাইপলাইন এঁকে বুঝে নিতে হবে, কীভাবে এগবে কাজ।

বেঙ্গল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেডের এক কর্তা বলেন, ইতিমধ্যেই উত্তরপ্রদেশের জগদীশপুর থেকে দুর্গাপুর পর্যন্ত পাইপলাইন পাতার কাজ শেষ হয়েছে। দুর্গাপুর থেকে কলকাতায় গ্যাসের লাইন পাতার কাজ চলছে। তার আগে শহরে বাড়ি বাড়ি গ্যাস সরবরাহের জন্য ভূগর্ভস্থ পাইপলাইনের নেটওয়ার্ক তৈরি করতে হবে। ইতিমধ্যেই রাজারহাট-নিউটাউন অঞ্চলে কয়েক কিলোমিটার রাস্তায় কাজ চলছে। এবার কাজ শুরু হবে কলকাতা পুর এলাকায়। আগামী দিনে গোটা কলকাতাতেই বাড়ি বাড়ি গ্যাস সরবরাহের পরিকাঠামো তৈরি করা হবে। ওই আধিকারিকের দাবি, এর ফলে আগামী দিনে গ্যাসের দাম কমবে। এই খাতে মাসিক খরচ নেমে আসবে পাঁচ থেকে ছ'শো টাকায়।